গাংনীতে বর্জ্য থেকে তৈরি হবে জৈব সার

বর্জ্য মানেই দুর্গন্ধ আর পরিবেশ দূষণ এই সনাতন ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে মেহেরপুরের গাংনী পৌরসভা এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

শহরের প্রতিদিনের গৃহস্থালি বর্জ্য প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা হচ্ছে পরিবেশবান্ধব ‘ভার্মি কম্পোস্ট’ বা জৈব সার। এতে যেমন শহর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকছে, তেমনি স্থানীয় কৃষকরা পাচ্ছেন সাশ্রয়ী ও নিরাপদ সার।

পৌরসভা সূত্রে জানা যায়, শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রতিদিন প্রায় তিন টন বর্জ্য সংগ্রহ করে চৌগাছা ডাম্পিং স্টেশনে নেওয়া হয়।

সেখানে কর্মীরা অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে প্লাস্টিক ও অন্যান্য অপচনশীল বর্জ্য আলাদা করেন। এরপর জৈব বর্জ্য গ্রাইন্ডার মেশিনে প্রক্রিয়াজাত করে তৈরি করা হয় মানসম্পন্ন জৈব সার। বর্তমানে প্রতি দুই মাসে ৪০০ কেজি সার উৎপাদিত হচ্ছে, যা কেজিপ্রতি ২০ টাকা দরে কৃষকদের কাছে বিক্রি করা হচ্ছে। ভবিষ্যতে উৎপাদন সক্ষমতা আরও বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। পাশাপাশি প্লাস্টিক পুনর্ব্যবহারের উদ্যোগও প্রক্রিয়াধীন বলে জানিয়েছে পৌর কর্তৃপক্ষ।

কর্মরত কর্মী লিপী রিবেরু ও জরিকস জানান, তারা বাজার ও ঘরবাড়ি থেকে আনা বর্জ্য বাছাই করে মেশিনে প্রক্রিয়াজাত করেন এবং পরবর্তী ধাপে তা নির্দিষ্ট বক্সে পচানোর জন্য রাখা হয়। বর্জ্য থেকে সার তৈরির এই প্রক্রিয়ায় কর্মসংস্থান সৃষ্টির পাশাপাশি তারা অর্থনৈতিকভাবেও স্বাবলম্বী হয়েছেন।

সবজি চাষি সাবান আলী বলেন, “গাংনী পৌরসভার এই জৈব সার ব্যবহার করে আমি দারুণ সুফল পাচ্ছি। শুরুতে অনেকে এই সার নিয়ে টিপ্পনী কাটলেও এখন তারাই এটি ব্যবহারের জন্য উদগ্রীব হয়ে আছেন।”

গাংনী পৌরসভার উপসহকারী প্রকৌশলী রাজু আহম্মেদ বলেন, “প্রতিদিন উৎপন্ন বর্জ্য সঠিকভাবে প্রক্রিয়াজাত করলে তা মূল্যবান সম্পদে

পরিণত হয়। আমাদের এই উদ্যোগ বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকে সহজ করার পাশাপাশি টেকসই কৃষিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

বর্তমানে গাংনী বাজার থেকে যে পরিমাণ ময়লা-আবর্জনা সংগ্রহ করা হচ্ছে, তা থেকে প্রতি দুই মাসে ৪০০ কেজি সার উৎপাদন করা হচ্ছে। এসব সার কেজিপ্রতি ২০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়। তবে ভবিষ্যতে কাঁচামাল সংগ্রহ ও পরিশোধন প্রক্রিয়া আরও উন্নত করা গেলে উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।”

পৌরসভার এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারাও।

গাংনী উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান বলেন, “বর্তমানে মাটির গুণাগুণ আশঙ্কাজনক হারে কমে যাচ্ছে। মাটিতে জৈব উপাদানের পরিমাণ ৫ শতাংশ থাকার কথা থাকলেও গাংনীতে তা রয়েছে মাত্র ০.৭৭ শতাংশ। ফলে রাসায়নিক সারের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো এখন সময়ের দাবি। পৌরসভার উৎপাদিত এই সার কৃষিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে। উদ্যোগটি আরও বড় পরিসরে বিস্তৃত করা গেলে কৃষকরা ব্যাপকভাবে উপকৃত হবেন।”

পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং টেকসই কৃষিকে এগিয়ে নিতে গাংনী পৌরসভার এই উদ্যোগ স্থানীয়ভাবে একটি সম্ভাবনাময় মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

মেহেরপুরে ৫ শতাধিক গাছের গোড়া থেকে পলিথিন অপসারণ

“ন্যায্য জ্বালানি রূপান্তর, সুরক্ষিত প্রকৃতি গড়বো আগামী বাসযোগ্য পৃথিবী” প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে মেহেরপুরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস-২০২৬ পালিত হয়েছে।

দিবসটি উপলক্ষে সুবাহ সামাজিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে সোমবার মেহেরপুর-চুয়াডাঙ্গা মহাসড়কের পাশের প্রায় ৫ শতাধিক গাছের গোড়া

থেকে ক্ষতিকর পলিথিন ও বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য অপসারণ করা হয়।

পরিবেশ সুরক্ষায় জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং গাছের গোড়ায় পলিথিন ও ক্ষতিকর বর্জ্য না ফেলার আহ্বান জানিয়ে এ বিশেষ পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আয়োজকরা জানান, গাছের গোড়ায় পলিথিন ও অন্যান্য বর্জ্য জমে থাকলে গাছের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয় এবং পরিবেশের ওপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

এ সময় আয়োজিত পরিবেশবিষয়ক বিশেষ ক্যাম্পেইনে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, শিক্ষক, সমাজসেবী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। তারা পরিবেশ রক্ষায় সম্মিলিত উদ্যোগ গ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন এবং পরিচ্ছন্ন ও সবুজ পরিবেশ গড়ে তুলতে সবার সক্রিয় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

কর্মসূচিটি বাস্তবায়নে সহযোগিতা করে জেট নেট-বিডি ক্যাম্পেইন, মেহেরপুর।

বক্তারা বলেন, পরিবেশ ও প্রকৃতি রক্ষায় সচেতনতা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিয়মিত পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলা সম্ভব। এজন্য পরিবেশবান্ধব আচরণ গড়ে তুলতে সমাজের সব শ্রেণি-পেশার মানুষের প্রতি তারা আহ্বান জানান।

মেহেরপুরে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর ওপর বর্বরতা ও পেশীশক্তির দাপট রুখবে কে?

মেহেরপুর শহরের বড় বাজারে জামানতের টাকা ফেরত না দিয়ে, একরামুল ইসলাম নামের এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীর সাইকেল রিপেয়ারিং দোকান ভাঙচুর ও উচ্ছেদের যে ঘটনা ঘটেছে, তা কেবল নিন্দনীয়ই নয়, বরং দেশের আইন-শৃঙ্খলার দুর্বলতা ও পেশীশক্তির চরম বহিঃপ্রকাশ। ১৯৭৭ সাল থেকে বৈধ চুক্তির মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা করে আসা একটি

পরিবারের উপার্জনের একমাত্র অবলম্বনকে প্রকাশ্য দিবালোকে, দেশীয় অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া কোনো সভ্য সমাজের চিত্র হতে পারে না।

মেহেরপুর প্রতিদিনের সংবাদ থেকে স্পষ্ট, ‘মণ্ডল কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স’-এর নকশা বাস্তবায়নের অজুহাতে একরামুলের দোকানটি জোরপূর্বক উচ্ছেদ করা হয়েছে। নকশা অনুমোদন বা মালিকানা দাবি থাকতেই পারে, কিন্তু তার জন্য আইনের তোয়াক্কা না করে ২০-৩০ জনের দলবল নিয়ে হামলা চালানো মগের মুল্লুকেরই শামিল। মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতির মতে, এই অমানবিক ও দুঃখজনক ঘটনার পেছনে একটি প্রভাবশালী মহলের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। আমাদের সমাজে যখনই কোনো প্রভাবশালী গোষ্ঠী অর্থ বা ক্ষমতার দাপট দেখায়, তখনই একরামুলের মতো দরিদ্র ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা এভাবে বলির পাঁঠা হন।

যদিও পরবর্তীতে বাজার কমিটির মধ্যস্থতায় ১২ লাখ টাকার একটি সমঝোতা চুক্তি হয়েছে, যা আপাতদৃষ্টিতে ইতিবাচক মনে হতে পারে। তবে প্রশ্ন থেকেই যায়—ক্ষতিপূরণ কি একজন মানুষের দীর্ঘদিনের জীবিকা ও তার ওপর হওয়া মানসিক ও শারীরিক লাঞ্ছনার সঠিক বিচার?

একটি গণতান্ত্রিক ও আইনের শাসনের দেশে জোর যার মুল্লুক তার—এই নীতি চলতে পারে না। উন্নয়ন বা মার্কেট নির্মাণের নামে কোনো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে এভাবে পথে বসানোর সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া জরুরি। মেহেরপুরের এই ঘটনাটি দেশের অন্যান্য বাজার ও বাণিজ্যিক এলাকার জন্য একটি সতর্কবার্তা।

আশা করি, স্থানীয় প্রশাসন ও ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দ কেবল আর্থিক সমঝোতাতেই ক্ষান্ত হবেন না; বরং ভবিষ্যতে যেন কোনো প্রভাবশালী মহল কোনো নিরীহ ব্যবসায়ীর ওপর এমন অন্যায় করার সাহস না পায়, তা নিশ্চিত করতে আইনি ও সামাজিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।

মেহেরপুরে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ রোববার সকাল ১০ টার দিকে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায় এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদের সঞ্চালনায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন,

অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক, জেলা তথ্য অফিসার মোঃ আব্দুল্লাহ আল মাসুদ, জেলা সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক শফিকুল ইসলাম সাজ্জাদ, পাবলিক প্রসিকিউটর নজরুল ইসলাম, সদর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা বাবলু সূত্রধর, মুজিবনগর উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা সাইফুল হুদা, গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন, জেলা খামার বাড়ির উপ-পরিচালক সনজীব মৃধা, জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) আব্দুর রাহিম, জেলা মুক্তিযোদ্ধা সংসদের আহ্বায়ক শামসুল আলম সোনা, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির, মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, চেম্বার অ্যান্ড কমার্সের সদস্য আনোয়ারুল হক কালু, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ- পরিচালক (অ. দা.) নাসিমা খাতুন প্রমুখ।

সভায় জেলার আইনশৃঙ্খলার সার্বিক পরিস্থিতি, মাদকমুক্ত সমাজ, নারী ও শিশু নির্যাতন, বাল্যবিয়ে রোধ এবং আত্মহত্যা প্রবণতা রোধে করণীয়সহ জেলার সার্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়।

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে বিজ্ঞানমেলার উদ্বোধন

“মেধা, বিজ্ঞান, উদ্যোগ ও উদ্ভাবনের দেশ, সবার আগে বাংলাদেশ” শীর্ষক কর্মসূচির আওতায় মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ের বিজ্ঞানমেলার উদ্বোধন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ চত্বরে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এডুকেশনাল এক্সিলেন্স সাপোর্ট স্কিমের (এইসডিপি) উদ্যোগে এবং ‘স্টার্টআপ সায়েন্স প্রজেক্ট অ্যান্ড ইনোভেশন আইডিয়া শোকেসিং প্রোগ্রাম’ এর আওতায় এ বিজ্ঞানমেলার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রাণী রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বেলুন উড়িয়ে মেলার উদ্বোধন করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীরসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা।

উদ্বোধনের পর মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা তাদের উদ্ভাবনী প্রকল্প, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এবং প্রযুক্তিনির্ভর প্রদর্শনী উপস্থাপন করেন।

মেলার বিভিন্ন স্টলে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা, গবেষণামূলক চিন্তাভাবনা এবং নতুন নতুন উদ্ভাবনী ধারণা দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

আয়োজকরা জানান, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি, গবেষণামনস্কতা তৈরি এবং উদ্ভাবনী চিন্তাধারাকে উৎসাহিত করাই এ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য।

মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের নির্দেশনা অনুযায়ী সারাদেশের ন্যায় মেহেরপুরে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার বিকেলে জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচির উদ্বোধন করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও পৌরসভার প্রশাসক পার্থ প্রতিম শীল, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল হক, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) বাবলু সূত্রধর, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সঞ্জীব মৃধা, উপজেলা খাদ্য কর্মকর্তা এরশাদ আলী, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের প্রশিক্ষক আমিনুল ইসলাম, বন কর্মকর্তা এইচ টি ইমাম এবং বিআরডিবির কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম।

এছাড়াও জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন, সদর উপজেলা বিএনপির সভাপতি ফয়েজ উদ্দিন, সাধারণ সম্পাদক সাইদুল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন, আলমগীর হোসেন, আনোয়ারুল হক কালু, কাজী মিজান মেনন, নাসির উদ্দিনসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলা এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সবুজ ও বাসযোগ্য বাংলাদেশ গড়ে তুলতে ব্যাপক হারে বৃক্ষরোপণের কোনো বিকল্প নেই। তারা শুধু গাছ লাগানো নয়, বরং রোপণকৃত গাছের যথাযথ পরিচর্যার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।

মেহেরপুরের বড় বাজারে সাইকেল রিপেয়ারিং দোকানে ভাঙচুর

মেহেরপুর শহরের বড় বাজার এলাকার কাথুলী রোডে একরামুল ইসলামের সাইকেল রিপেয়ারিং দোকানে ভাঙচুরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্রিফিং করেছে মেহেরপুর বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতি।

শনিবার সকালে ঘটনাস্থলে আয়োজিত ওই ব্রিফিংয়ে সমিতির নেতারা ঘটনার নিন্দা জানান এবং এ বিষয়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিভিন্ন বক্তব্যের প্রতিবাদ করেন।

ব্রিফিংয়ে বক্তব্য দেন মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম।

তিনি বলেন, দোকানটি ১৯৭৭ সালে অ্যাডভান্স পজিশনের মাধ্যমে ভাড়া দেওয়া হয়েছিল। এ সংক্রান্ত একটি চুক্তিও রয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলো এর আগেও ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে একাধিকবার বসেছে এবং বিভিন্ন সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু বাজারের মধ্যে জোরপূর্বক দোকান দখল ও ভাঙচুরের ঘটনা তারা প্রত্যাশা করেননি।

তিনি আরও বলেন, একজন ব্যবসায়ীর ওপর হামলা এবং তার ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ভাঙচুর কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। মণ্ডল কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স মার্কেটের স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যে বিভ্রান্তিকর পোস্ট দিয়েছেন, তা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং প্রকৃত ঘটনাকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা।

এর আগে আজ শনিবার সকালে দোকান মালিক একরামুল ইসলাম এবং মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদের ভাই রফিকুল ইসলামের মধ্যে বাজার কমিটির মধ্যস্থতায় সমঝোতা হয়েছে। ওই সমঝোতা অনুযায়ী, ক্ষতিপূরণ বাবদ ২ লাখ টাকা এবং জায়গা বাবদ ১০ লাখ টাকা দেওয়ার বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার সকালে মোহাম্মদ ইকবালের নেতৃত্বে ২০

থেকে ৩০ জনের একটি দল দেশীয় অস্ত্র নিয়ে তার দোকানে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। এতে দোকানটি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায় এবং তার কয়েক লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে।

তিনি আরও জানান, এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় লিখিত অভিযোগ দিতে গেলে তাৎক্ষণিকভাবে অভিযোগ গ্রহণ করা হয়নি।

দোকান মালিক একরামুল গতদিন বলেন, তার বাবা আব্দুল মালেক ১৯৭৭ সালে দোকানটির পজিশন কিনে ব্যবসা শুরু করেন। বাবার মৃত্যুর পর তিনি ওই ব্যবসা পরিচালনা করে আসছেন। সম্প্রতি দোকানটি উচ্ছেদের জন্য ইকবাল ও তার লোকজন বিভিন্নভাবে হুমকি দিয়ে আসছিলেন বলে তিনি দাবি করেন।

অন্যদিকে, মোহাম্মদ ইকবাল আহমেদের ভাই রফিকুল ইসলাম দোকান ভাঙার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, জায়গাটি তাদের পারিবারিক মালিকানাধীন। তার দাবি, ওই স্থানসহ পুরো মার্কেটের নকশা অনুমোদিত রয়েছে এবং মার্কেট নির্মাণের সময় জায়গাটি ফেলে রাখা সম্ভব নয়।

মেহেরপুর ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু বলেন, দোকান ভাঙচুরের পেছনে প্রভাবশালী একটি মহলের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলে তারা মনে করছেন। তবে ইকরামুল একজন ক্ষুদ্র ও দরিদ্র ব্যবসায়ী হওয়ায় তার সঙ্গে যা ঘটেছে, তা অত্যন্ত অমানবিক এবং দুঃখজনক।

মেহেরপুরে বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি

মেহেরপুরে বিদ্যুৎ বিভাগের এক মিটার রিডারকে মারধরের ঘটনার প্রতিবাদে কর্মবিরতি পালন করেছেন ওয়েস্ট জোন পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের (ওজোপাডিকো) কর্মকর্তা- কর্মচারীরা।

শনিবার সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত মেহেরপুর ওজোপাডিকো কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নিয়ে তিন ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মবিরতি পালন করা হয়। এ সময় তারা হামলাকারীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান।

কর্মবিরতি চলাকালে বক্তব্য দেন সহকারী প্রকৌশলী আসাদুজ্জামান, হামলায় আহত মিটার রিডার গাজী জিয়াউর রহমান (জুয়েল) এবং লাইনম্যান রুবেল হোসেন। বক্তারা বলেন, সরকারি দায়িত্ব পালনরত বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মচারীদের ওপর হামলার ঘটনা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তারা অভিযোগ করেন, ঘটনার পরও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কার্যকর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।

তারা আরও বলেন, শনিবারের মধ্যে পুলিশ প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে আগামীকাল থেকে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

জানা যায়, ২ জুন দুপুরে মেহেরপুর শহরের বোসপাড়া এলাকায় সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর বাড়ির পাশের একটি স্থানে বিদ্যুতের মিটার রিডিং সংগ্রহ করতে যান মিটার রিডার গাজী জিয়াউর রহমান (জুয়েল)। এ সময় ওই এলাকার মাসুদুর রহমান পুল্টন নামে এক ব্যক্তি তার পথরোধ করেন। অভিযোগ অনুযায়ী, তিনি অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে মিটার রিডিংয়ের কাজে বাধা দেন এবং একপর্যায়ে জিয়াউর রহমানকে শারীরিকভাবে মারধর করেন।

খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহত জিয়াউর রহমানকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠায়।

এ ঘটনায় সরকারি দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান এবং সরকারি কর্মচারীর ওপর হামলার অভিযোগে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

মেহেরপুরে ট্রাকের ধাক্কায়

দুমড়েমুচড়ে গেল ইজিবাইক, শিশু- নারীসহ আহত ৪

মেহেরপুরে বেপরোয়া গতির একটি ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষে যাত্রীবাহী একটি ইজিবাইক দুমড়েমুচড়ে গেছে। ভয়াবহ এ দুর্ঘটনায় এক শিশু ও নারীসহ চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের উদ্ধার করে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

তাদের মধ্যে ইজিবাইক চালকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে।

শনিবার সকাল সাড়ে ৯টার দিকে মেহেরপুর-ফতেপুর সড়কের কায়েমকাটা মোড়ের অদূরে এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন, মেহেরপুর শহরের বেড়পাড়া এলাকার জলিল শেখের ছেলে ইজিবাইক চালক রফিকুল ইসলাম এবং সদর উপজেলার শোলমারি গ্রামের জহিরুল ইসলামের স্ত্রী জাহিদা খাতুন। এছাড়া আহত অপর এক নারী ও এক শিশুর নাম-পরিচয় তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি। জাহিদা খাতুনসহ অন্যরা মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, সকালে যাত্রী নিয়ে ইজিবাইকটি উজলপুরের দিক থেকে মেহেরপুর শহরের দিকে আসছিল। পথে কায়েমকাটা মোড়ের অদূরে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা উজলপুরগামী একটি বেপরোয়া গতির খালি ট্রাক (ঢাকা মেট্রো-ট ২২-১৭১৩) ইজিবাইকটিকে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ইজিবাইকটি মুহূর্তেই দুমড়েমুচড়ে রাস্তার পাশে ছিটকে পড়ে এবং ভেতরে থাকা যাত্রীরা গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয় বাসিন্দা ও পথচারীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে ছুটে এসে আহতদের উদ্ধার করেন। পরে ফায়ার সার্ভিসের সহায়তায় তাদের মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে পাঠানো হয়।

এদিকে দুর্ঘটনার পর ট্রাকচালক ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে সংঘর্ষে ট্রাকটির জ্বালানি তেলের ট্যাংক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তেল সংকট দেখা দেয়। পরে চালক উজলপুর কুঠিপাড়া বাজার এলাকায় ট্রাকটি ফেলে রেখে পালিয়ে যায়।



মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির বলেন, “দুর্ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পুলিশ পাঠানো হয়েছে এবং আহতদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ঘাতক ট্রাকটি উজলপুর বাজার এলাকায় ফেলে রেখে চালক পালিয়ে গেছে।

চালক ও ট্রাকের মালিককে শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনতে কাজ চলছে। তেলের ট্যাংক লিকেজ হওয়ায় ট্রাকটি তাৎক্ষণিকভাবে সরানো সম্ভব হয়নি। তবে সেটি থানা হেফাজতে নেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।”

মেহেরপুরে মৎস্যখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে ব্র্যাক ফিশারিজের প্রশিক্ষণ

মৎস্যখাতে উৎপাদন বৃদ্ধি ও
খামারিদের দক্ষতা উন্নয়নের
লক্ষ্যে ব্র্যাক ফিশারিজ
এন্টারপ্রাইজের উদ্যোগে
দিনব্যাপী মৎস্যচাষী প্রশিক্ষণ
কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ শনিবার সকাল ১১ টাই শহরের সাধু বার্নবার চার্চ চত্বরে আয়োজিত এ প্রশিক্ষণে জেলার প্রায় ১০০ জন মৎস্যচাষী অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে পুকুর প্রস্তুতি, পানির গুণগত মান নিয়ন্ত্রণ, উন্নত মানের পোনা নির্বাচন ও মজুদ, সুষম খাদ্য ব্যবস্থাপনা এবং মাছের রোগ প্রতিরোধ ও চিকিৎসা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার, যেমন প্রোবায়োটিক প্রয়োগ, এয়ারেটরের ব্যবহার এবং তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর পানি ব্যবস্থাপনার বিষয়েও অংশগ্রহণকারীদের ধারণা দেওয়া হয়।

ব্রাক ফিসারিজ এন্টারপ্রাইজের চুয়াডাঙ্গা মেহেরপুর ঝিনাইদহ অঞ্চলের সেলস’স অফিসার মোঃ গোলাম কিবরিয়ার সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা মৎস অফিসার রবিউল ইসলাম। অনুষ্ঠানের আরও বক্তব্য রাখেন ট্রেইনার শাহারিয়া।
বক্তারা বলেন, পরিকল্পিত ও বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব এবং এর মাধ্যমে খামারিদের আয় ও লাভজনকতা বাড়ানো যায়।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচির বিভিন্ন পর্বে অংশগ্রহণকারীদের জন্য হাতে-কলমে শেখার সুযোগ রাখা হয়, যাতে তারা বাস্তব ক্ষেত্রে এসব পদ্ধতি প্রয়োগ করতে পারেন। এছাড়া কুইজ প্রতিযোগিতা ও উন্মুক্ত আলোচনা পর্বের মাধ্যমে চাষীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়।

কর্মসূচির শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়। আয়োজকরা জানান, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পর্যায়ক্রমে এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে, যা মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও গ্রামীণ অর্থনীতির উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা রাখবে।

প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে জেলার বিভিন্ন এলাকার ছোট-বড় সকল মৎস্যচাষী অংশ গ্রহণ করেন।